জান্নাতি যুবকদের সর্দার ইমাম হাসান এবং ইমাম হুসাইন رضي الله عنهما এর
মাহাত্ম্য ও শান প্রকাশকারী ৪০টি হাদীসের সঙ্কলন

আরবাঈনে হাসানী

পরিবেশনায়: দাওয়াতে ইসলামীর শো'বায়ে Shab o Roz

কিতাব পড়ার দোয়া

দীনী কিতাব বা ইসলামী সবক পড়ার আগে নিচে দেওয়া দোয়াটি পড়ে নিন। اِنْ شَآءَ الله যা কিছু পড়বেন মনে থাকবে। দোয়াটি এই:

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ

عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

(হে আল্লাহ! আমাদের উপর আপনার হিকমতের দরজা খুলে দিন এবং আমাদের উপর আপনার রহমত বর্ষণ করুন, হে মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী!) **(মুসতাতরিফ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪০, দারুল ফিকর বৈরুত)**

(শুরু ও শেষে একবার দরূদ শরীফ পড়ে নিন)

পুস্তিকার নাম : **আরবাঈনে হাসানী**

লেখক : মাওলানা কাশেফ শাহযাদ আত্তারী মাদানী

শরয়ী নিরীক্ষন : মাওলানা আব্দুল মাজিদ আত্তারী মাদানী (দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামী)

প্রথম প্রকাশ : **অনলাইন: রবিউল আউয়াল ১৪৪৪ হিঃ, সেপ্টেম্বর ২০২২ ইং**

পরিবেশনায় : দাওয়াতে ইসলামীর Shab o Roz, আল মদীনা তুল ইলমিয়্যাহ **(ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার দাওয়াতে ইসলামী)**

shaboroz@dawateislami.net

জান্নাতি যুবকদের সর্দার ইমাম হাসান এবং ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর মাহাত্ম্য ও শান প্রকাশকারী ৪০টি হাদীসের সঙ্কলন

আরবাঈনে হাসানী

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیّٖنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

“আরবাঈন”-এ দুরূদ শরীফ লেখার বরকত

হযরত সাইয়্যিদুনা আবুল আব্বাস উকলীশি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কে ওফাতের পর কেউ স্বপ্নে জান্নাতে দেখলেন। জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি এই মাকাম কীভাবে (মর্যাদা) পেলেন? জবাব দিলেন: আমার কিতাব “আল-আরবাঈন"-এ বেশি বেশি দুরূদ শরীফ লেখার কারণে।

(আল-কৃওলুল বাদী‘, পৃষ্ঠা ৪৬৭)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

খুলাফায়ে রাশেদীনের ৩০ বছর

হযরত সাইয়্যিদুনা সাফীনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: اَلۡخِلَافَۃُ بَعۡدِیۡ ثَلَاثُوۡنَ سَنَۃً ثُمَّ تَکُوۡنُ مُلۡکًا অর্থাৎ আমার পরে খিলাফত ত্রিশ বছর থাকবে, তারপর বাদশাহী হবে।

(সহীহ ইবনে হিব্বান, ৯/৪৮, হাদীস: ৬৯০৪)

www.dawateislami.net

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল বাকী যুরকানী মালিকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীস শরীফের অধীনে বলেন: হযরত সাইয়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর খিলাফতের মেয়াদ ২ বছর, ৩ মাস, ৯ দিন। হযরত সাইয়্যিদুনা ওমর ফারুক্বে আ'যম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ১০ বছর, ৬ মাস, ৫ দিন। হযরত সাইয়্যিদুনা উসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ১১ বছর, ১১ মাস, ৯ দিন, আর শেরে খোদা হযরত সাইয়্যিদুনা আলী মুর্তজা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর খিলাফতের মেয়াদ ৪ বছর, ৯ মাস, ৭ দিন। (এই চারজন সম্মানিত ব্যক্তির পর) ৩০ বছরের মেয়াদে যে সময়টুকু বাকি ছিল (অর্থাৎ ৬ মাস), তা হযরত সাইয়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর খিলাফতের সময়কাল। এমনকি ৪১ হিজরীর জমাদিউল আউয়ালের মাঝামাঝি (Middle) সময়ে তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হযরত সাইয়্যিদুনা আমীর মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর অনুকূলে (খিলাফত থেকে) সরে দাঁড়ান।

(শরহুয যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, ১০/১৫৬)

পঞ্চম খলীফায়ে রাশেদ

সদরুশ শরীয়া মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আ'জমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পর খলীফায়ে বরহক ও ইমামে মুতলাক হলেন হযরত সাইয়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক, তারপর হযরত ওমর ফারুক, তারপর হযরত উসমান গণী, তারপর হযরত মওলা আলী, তারপর ছয় মাসের জন্য হযরত ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ এই সম্মানিত ব্যক্তিদের খুলাফায়ে রাশেদীন এবং তাঁদের খিলাফতকে খিলাফতে রাশেদা বলা হয়, কারণ তাঁরা হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যিকারের প্রতিনিধিত্বের (স্থলাভিষিক্ততার) পূর্ণ হক আদায় করেছেন।

(বাহারে শরীয়ত, ১/২৪১)

www.dawateislami.net

আরেকটি স্থানে তিনি বলেন: মিনহাজে নবুওয়াত (রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তরীকা) অনুযায়ী হকের উপর প্রতিষ্ঠিত খিলাফতে রাশেদা ত্রিশ বছর স্থায়ী ছিল, যা হযরত সাইয়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ছয় মাসে সমাপ্ত হয়। **(বাহারে শরীয়ত, ১/২৫৭)**

হে আশেকানে রাসূল! সাধারণত যখন খুলাফায়ে রাশেদীনের আলোচনা হয়, তখন হযরত সাইয়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর খিলাফতের উল্লেখ কমই করা হয়। এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম যুরকানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেছেন: যাঁরা তাঁর খিলাফতকে গণনা (Count) করেননি, তার কারণ হলো এর মেয়াদ দীর্ঘ ছিল না, যেন তাঁর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ খিলাফত তাঁর সম্মানিত পিতার খিলাফতেরই অংশ ছিল। এই দুই পবিত্র ব্যক্তিত্ব একজন ব্যক্তিত্বের মতো এবং চতুর্থ খলীফায়ে রাশেদের আলোচনায় তাঁরও উল্লেখ হয়ে যায়। **(শরহুয যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, ১০/১৫৬)**

আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহে ফকীর (এই অধম লেখক) এর পূর্বে চার খলীফায়ে রাশেদীন অর্থাৎ হযরত আবু বকর, ওমর, উসমান ও হায়দার رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ আজমাঈনের মাহাত্ম্য ও শান সম্পর্কিত ৪০, ৪০টি হাদীসের সঙ্কলন যথাক্রমে "আরবাঈনে সিদ্দীকী", "আরবাঈনে ফারুকী", "আরবাঈনে উসমানী" এবং "আরবাঈনে হায়দারী" নামে সঙ্কলন করেছি। এখন পঞ্চম খলীফায়ে রাশেদ হযরত সাইয়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাহাত্ম্য ও শান সম্পর্কিত "আরবাঈনে হাসানী" পেশ করছি।

এই সঙ্কলনে ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ছাড়াও তাঁর ভাই হযরত সাইয়্যিদুনা ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সম্পর্কিত হাদীসও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এই সঙ্কলনকে আমরা তিনটি অংশে বিভক্ত করেছি। "ফয়যানে ইমাম হাসান" নামে প্রথম অংশে ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সম্পর্কিত ১২টি

www.dawateislami.net

হাদীস, “ফয়যানে ইমাম হুসাইন” নামে দ্বিতীয় অংশে ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সম্পর্কিত ৩টি হাদীস, আর “ফয়যানে হাসানাইন কারীমাইন” নামে তৃতীয় অংশে উভয় শাহজাদা সম্পর্কিত ২৫টি হাদীস (অন্তর্ভুক্ত) রয়েছে। অধিকাংশ হাদীসের অধীনে নির্ভরযোগ্য কিতাবের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা বা স্পষ্টীকরণ (অন্তর্ভুক্ত) করা হয়েছে।

হাসানাইন কারীমাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর মধ্যে কে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন?

পুস্তিকার শেষে আমরা আ’লা হযরত ইমাম আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রেযা খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর জবানে এই বিষয়টি উল্লেখ করেছি যে, হাদীসের আলোকে উভয় শাহজাদা অর্থাৎ ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এবং ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মধ্যে কে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন।

ফয়যানে ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ

আমার এই পুত্র সর্দার

(১) হযরত সাইয়্যিদুনা আবু বাকরাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বর্ণনা: আমি দেখেছি যে রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মিম্বরে তাশরীফ রেখেছেন এবং ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর পাশে বসে আছেন। তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কখনো লোকদের দিকে তাকাচ্ছেন, কখনো নিজের নাতিকে দেখছেন এবং ইরশাদ করছেন: اِنَّ ابۡنِیۡ ھٰذَا سَیِّدٌ وَلَعَلَّ اللّٰہ اَنۡ یُّصۡلِحَ بِہٖ بَیۡنَ فِئَتَیۡنِ عَظِیۡمَتَیۡنِ مِنَ الۡمُسۡلِمِیۡنَ অর্থাৎ আমার এই পুত্র সর্দার, আল্লাহ পাক এর মাধ্যমে মুসলমানদের দুটি বড় দলের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেবেন। **(বুখারী, ২/২১৪, হাদীস: ২৭০৪)**

www.dawateislami.net

হাদীসের ব্যাখ্যা

সদরুশ শরীয়া মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আ'জমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেছেন: সাইয়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ খিলাফত আমীর মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে সোপর্দ করেছিলেন এবং তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন। এই সন্ধিকে হুযুর আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পছন্দ করেছিলেন এবং এই (হাদীসে এর) সুসংবাদ দিয়েছিলেন। **(বাহারে শরীয়ত, ১/২৫৮)**

ইমাম ইবনে হাজার মক্কী হাইতামী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই বর্ণনার অধীনে বলেন: এই বর্ণনায় অনেক উপকারিতা রয়েছে: (রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর) নবুওয়াতের নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি নিদর্শন (যে তিনি গায়েবের (অদৃশ্যের)) খবর দিয়ে ভবিষ্যতের কথা বলেছেন)। হযরত সাইয়্যিদুনা ইমাম হাসান ইবনে আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর ফযীলত যে, তিনি মুসলমানদেরকে মতভেদ ও যুদ্ধ থেকে বাঁচানোর জন্য এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য শাসনক্ষমতা ত্যাগ করেছিলেন। এই বর্ণনা থেকে মুসলমানদের মধ্যে সন্ধির ফযীলতও প্রকাশ পায়।

এই হাদীস থেকে এটাও জানা যায় যে, নাতিকেও পুত্র বলা যেতে পারে। **(ফাতহুল ইলাহলাহ, ১০/৬০৪)**

ইমাম শরফুদ্দীন হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ তীবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীস শরীফের অধীনে বলেন: (ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর) মর্যাদা ও ফযীলতের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, যে ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم "সাইয়্যিদ" (সর্দার) বলবেন, তার চেয়ে বড় সর্দার আর কে হতে পারে।

(শরহুত তীবী, ১১/২৯৭, হাদীস: ৬১৪৪ এর অধীনে)

www.dawateislami.net

খিলাফতের বিনিময়ে গাউসিয়্যাত দান করা হয়েছে

ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রেযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফাতাওয়া রযভিয়্যাহ, খণ্ড ২৮, পৃষ্ঠা ৩৯২-এ লিখেছেন: আল্লামা আলী ক্বারী হানাফী মক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (মৃত্যু: ১০১৪ হিঃ) তাঁর কিতাব "الْقَادِرِ عَبْدِ الشَّرِيفِ سَيِّدِي تَرْجَمَةِ فِي الْفَاتِرِ الْخَاطِرِ نُزْهَةُ" এ বলেন: নিঃসন্দেহে আমার কাছে আকাবির (বুজুর্গদের) থেকে পৌঁছেছে যে, সাইয়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যখন ফিতনা ও গোলযোগের আশঙ্কায় খিলাফত ত্যাগ করেন, তখন আল্লাহ পাক এর বিনিময়ে তাঁকে এবং তাঁর আওলাদে আমজাদের মধ্যে 'গাউসিয়্যাতে উযমা' (মহান গাউসের মর্যাদা) দান করেন। প্রথমে কুতুবে আকবর স্বয়ং হুযুর সাইয়্যিদুনা ইমাম হাসান হন এবং মধ্যবর্তী সময়ে শুধু হুযুর সাইয়্যিদুনা সায়্যিদ আব্দুল কাদের এবং শেষে হযরত ইমাম মাহদী হবেন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ আজমাঈন।

(নুযহাতুল খাতিরিল ফাতির, পৃষ্ঠা ১৯)

আমার সর্দার

হযরত সাইয়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এমন এক মজলিসে গিয়ে সালাম করলেন যেখানে হযরত সাইয়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ও উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিতগণ সালামের জবাব দিলেন এবং তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন। হযরত সাইয়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এই বিষয়টি জানতে পারেননি। যখন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো যে, ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এসে সালাম করেছেন, তখন তিনি (তাঁর পিছনে গিয়ে) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং এই শব্দে সালামের জবাব দিলেন: وَعَلَيْكَ يَا سَيِّدِى অর্থাৎ হে আমার সর্দার! আপনার উপরও সালাম।

www.dawateislami.net

আরজ করা হলো যে, তিনি ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে "আমার সর্দার" বলছেন। জবাব দিলেন: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: اِنَّہٗ سَیِّد। অর্থাৎ হাসান সর্দার।

(মু'জামুল কাবীর, ৩/৩৫, হাদীস: ২৫৯৬)

নাতির তরবিয়ত করলেন

(২) ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সদকার খেজুর থেকে একটি খেজুর নিয়ে মুখে দিলেন। হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বললেন: کِخ کِخ (কিখ কিখ-ফেলে দাও অর্থে ব্যবহৃত শব্দ), যাতে তিনি সেই খেজুরটি ফেলে দেন। তারপর বললেন: اَمَا شَعَرۡتَ اَنَّا لَا نَاۡکُلُ الصَّدَقَۃَ। অর্থাৎ তুমি কি জানো না যে আমরা সদকা খাই না? **(বুখারী, ১/৫০৩, হাদীস: ১৪৯১)** আরেকটি বর্ণনায় এই শব্দগুলো রয়েছে: اَمَا عَلِمۡتَ اَنَّ اٰلَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَسَلَّمَ لَا یَاۡکُلُوۡنَ الصَّدَقَۃَ। অর্থাৎ তুমি কি জানো না যে আলে মুহাম্মদ (মুহাম্মদের পরিবার) সদকা খায় না?

(বুখারী, ১/৫০১, হাদীস: ১৪৮৫)

হাদীসের ব্যাখ্যা

শারহে বুখারী মুফতী শরীফুল হক আমজাদী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: এই کِخ کِخ (কিখ কিখ) শব্দটি শিশুদেরকে অনুপযুক্ত কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য বলা হয়। কিছু বর্ণনায় আছে যে, (তিনি) তাঁর মুখে আঙ্গুল ঢুকিয়ে এই খেজুর বের করে ফেলে দেন। (এই হাদীস থেকে) এটাও প্রমাণিত হয় যে, শিশুরা যদিও গায়ের মুকাল্লাফ (অর্থাৎ শরয়ী বিধান পালনে বাধ্য নয়), তবুও তাদেরকে নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখা উচিত এবং এটাও বলে দেওয়া উচিত যে এই জিনিসটি কেন নিষিদ্ধ।

(নুযহাতুল ক্বারী, ২/৯৬৯)

www.dawateislami.net

মাহবুবে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(৩) হযরত সাইয়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বর্ণনা: আমি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে মদীনা মুনাওয়ারার একটি বাজারে ছিলাম। যখন তিনি ফিরে এলেন, তখন আমিও ফিরে এলাম। তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তিনবার ইরশাদ করলেন: ছোট বাচ্চাটি কোথায়? হাসান ইবনে আলীকে ডাকো। ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হেঁটে এলেন এবং তাঁর গলায় ঝিনুকের হার ছিল। হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ উভয়েই নিজেদের হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। তারপর এই দোয়া করলেন: اَللّٰهُمَّ اِنِّي اُحِبُّهُ فَاَحِبَّهُ وَاَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি একে ভালোবাসি, তুমিও একে ভালোবাসো এবং যে একে ভালোবাসে তাকেও ভালোবাসো।

হযরত সাইয়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বর্ণনা: যখন থেকে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই কথা বলেছেন, আমার কাছে হযরত হাসান ইবনে আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا অপেক্ষা অধিক প্রিয় ও ভালোবাসার আর কেউ নেই। **(বুখারী, ৪/৭৩, হাদীস: ৫৮৮৪)**

হে আল্লাহ! তোমার এই গুনাহগার বান্দাকেও ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সহ সকল সাহাবা ও আহলে বাইত رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ দের প্রতি ভালোবাসা রয়েছে। এই দোয়ায়ে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার হকেও কবুল করুন। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

হাদীসের ব্যাখ্যা

ইমাম আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে শারাফ নববী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেছেন: এই হাদীসে ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর প্রতি ভালোবাসা পোষণের উৎসাহ এবং তাঁর ফযীলতের বর্ণনা রয়েছে।

(শরহে নববী আলা মুসলিম, ১৫/১৯২)

আমাকে যে ভালোবাসে সে হাসান কেও ভালোবাসবে

(৪) রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে কোলে নিয়ে ইরশাদ করলেন: مَنْ اَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّهٗ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ অর্থাৎ যে আমাকে ভালোবাসে সে যেন একেও ভালোবাসে এবং যে এখানে উপস্থিত আছে সে যেন অনুপস্থিতদের কাছে এই কথা পৌঁছে দেয়।

(মুসনাদে আহমদ, ৯/৪৩, হাদীস: ২৩১৬৭)

প্রিয়তম সওয়ারী

(৫) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে নিজের কাঁধে সওয়ার করে তাশরীফ আনলেন। তখন এক ব্যক্তি বললেন: نِعْمَ الْمَرْكَبُ رَكِبْتَ يَا غُلَامُ অর্থাৎ হে শাহজাদা! আপনি কতই না উত্তম সওয়ারীতে আরোহণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: وَنِعْمَ الرَّاكِبُ هُوَ অর্থাৎ সওয়ারও তো কতই না উত্তম!

(মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন, ৬/২৩২, হাদীস: ৪৮৫০)

সারে জাগ সে নিরালি সাওয়ারি তেরি,
শানায়ে মুস্তফা, ইয়া হাসান মুজতবা !

www.dawateislami.net

জান্নাতের যুবকদের সর্দারকে দেখে নাও

(৬) مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى سَيِّدِ شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ اِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ অর্থাৎ যে ব্যক্তি জান্নাতের যুবকদের সর্দারকে দেখতে চায়, সে যেন হাসান ইবনে আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কে দেখে নেয়। **(তারীখে দিমাশক, ১৩/২০৯)**

সালামতির দোয়া

(৭) রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সাইয়্যিদুনা ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কে আসতে দেখে দোয়া করলেন: اَللّٰهُمَّ سَلِّهٗ وَسَلِّمْ مِنْهُ অর্থাৎ হে আল্লাহ! হাসান কে সালামত রাখো এবং এর থেকে সালামতির রাস্তা খুলে দাও। **(আয-যুররিয়্যাতুত তাহিরাতুন নাবাওয়্যিয়াহ, পৃষ্ঠা ৭১, হাদীস: ১১১)**

শানে হাসান মুজতাবা, আমীর মুয়াবিয়ার জবানে رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا

(৮) হযরত সাইয়্যিদুনা আমীর মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর জিহ্বা বা ঠোঁট চুষতে দেখেছি এবং যে জিহ্বা বা ঠোঁট রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم চুষেছেন, তাকে কখনো আযাব দেওয়া হবে না।

(মুসনাদে আহমদ, ৬/১৭, হাদীস: ১৬৮৪৮)

হাদীসের ব্যাখ্যা

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল বাকী যুরকানী মালিকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সরকারে মদীনা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এমনটা এই জন্য করতেন যাতে তাঁরা লালা (পবিত্র থুথু) ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর লালার সাথে মিশে তাঁর পেটে পৌঁছে এবং তিনি লালায়ে মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বরকত হাসিল করেন। **(শরহুয যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, ৯/২৬৬)**

www.dawateislami.net

শহদ খারে লুয়াবে যুবানে নবী
চাশনী গিরে ইছমত পে লাখো সালাম

(হাদায়েকে বখশিশ, পৃষ্ঠা ৩১০)

মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চুম্বনস্থল

(৯) হযরত উমাইর ইবনে ইসহাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বর্ণনা: আমি মদীনা মুনাওয়ারার এক রাস্তায় হযরত সাইয়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সাথে হাঁটছিলাম, এমন সময় আমাদের সাক্ষাৎ হযরত সাইয়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে হলো। তিনি ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে বললেন: আমি আপনার জন্য কুরবান হব! আপনার পেট থেকে কাপড় সরান যাতে আমি সেই জায়গায় চুম্বন করতে পারি যেখানে আমি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে চুম্বন করতে দেখেছি। ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নিজের মোবারক পেট থেকে কাপড় সরালেন, তখন হযরত সাইয়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁর নাভিতে চুম্বন করলেন।

(সহীহ ইবনে হিব্বান, ৯/৫৭, হাদীস: ৬৯২৬)

জরুরী ব্যাখ্যা

সদরুশ শরীয়া মুফতী আমজাদ আলী আ'জমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেছেন: পুরুষের জন্য নাভির নিচ থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত সতর (আওরাত), অর্থাৎ তা ঢাকা ফরজ। নাভি এর মধ্যে (অন্তর্ভুক্ত) নয় এবং হাঁটু (অন্তর্ভুক্ত) **(বাহারে শরীয়ত, ১/৪৮১)**

এই দুজনকে ভালোবাসুন

(১০) রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত উসামা ইবনে যায়েদ এবং ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا কে ধরে এই দোয়া করতেন: اَللّٰهُمَّ اِحِبَّهُمَا فَاِنِّيْ اِحِبُّهُمَا

www.dawateislami.net

অর্থাৎ হে আল্লাহ! এই দুজনকে ভালোবাসুন, কারণ আমিও এদেরকে ভালোবাসি। **(বুখারী, ২/৫৪৩, হাদীস: ৩৭৩৫)**

হাদীসের ব্যাখ্যা

ইমাম বদরুদ্দীন মাহমুদ ইবনে আহমদ আইনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই হাদীসে হযরত উসামা ইবনে যায়েদ এবং ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا দ্বয়ের মহান ফযীলতের বর্ণনা রয়েছে।

(উমদাতুল ক্বারী, ১১/৪৬৮, হাদীস: ৩৭৩৫ এর অধীনে)

শিহাবুদ্দীন মিল্লাত ওয়াদ্দীন হযরত আল্লামা আহমদ ইবনে মুহাম্মদ খাফফাজী মিসরী হানাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেছেন: রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই দোয়া এইজন্য করেছিলেন কারণ তিনি জানতেন যে, যাকে তিনি ভালোবাসেন আল্লাহ পাকও তাকে ভালোবাসেন এবং তিনি যাকে অপছন্দ করেন আল্লাহ পাকও তাকে অপছন্দ করেন। **(নাসীমুর রিয়ায, ৪/৫০৩)**

শাহজাদা ও গোলামজাদার প্রতি স্নেহ

(১১) হযরত সাইয়্যিদুনা উসামা ইবনে যায়েদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ধরে নিজের এক উরুতে বসাতেন, ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে অন্য উরুতে বসাতেন এবং তারপর উভয় (উরু) মিলিয়ে এই দোয়া করতেন: اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُمَا فَاِنِّيْ ارْحَمُهُمَا অর্থাৎ হে আল্লাহ! এই দুজনের উপর রহম করুন, কারণ আমিও এদের উপর রহম করি। **(বুখারী, ৪/১০১, হাদীস: ৬০০৩)**

www.dawateislami.net

হাদীসের ব্যাখ্যা

শারহে বুখারী আবুল আব্বাস ইমাম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ কাসতালানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীস পাকের অধীনে লিখেছেন: অর্থাৎ এই দুজনকে খায়ের ও কল্যাণ দান করুন, কারণ আমি এই দুজনের প্রতি স্নেহ ও মেহেরবানী করি। **(ইরশাদুস সারী, ১৩/৪০, হাদীস: ৬০০৩ এর অধীনে)**

ইমাম বদরুদ্দীন মাহমুদ ইবনে আহমদ আইনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: রহমের সম্পর্ক যখন আল্লাহ পাকের দিকে করা হয়, তখন এর অর্থ হয়: খায়ের ও কল্যাণ পৌঁছানো। আর যখন রহমের সম্পর্ক বান্দাদের দিকে করা হয়, তখন এর অর্থ হয়: স্নেহ ও মেহেরবানী করা।

(উমদাতুল ক্বারী, ১৫/১৭০, হাদীস: ৬০০৩ এর অধীনে)

নাতির জন্য সিজদা দীর্ঘ করলেন

(১২) হযরত সাইয়্যিদুনা শাদ্দাদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইমাম হাসান বা ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর মধ্যে একজনকে নিয়ে যোহর বা আসরের নামাযের জন্য আমাদের কাছে তাশরীফ আনলেন। তিনি সাল্লাল্লাহু صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সামনে এগিয়ে বাচ্চাকে (জমিনে) রাখলেন, তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে নামায শুরু করলেন এবং তারপর নামাযের মধ্যে (অস্বাভাবিকভাবে) দীর্ঘ সিজদা করলেন। আমি মাথা উঠিয়ে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সিজদার অবস্থায় ছিলেন এবং শাহজাদা তাঁর নানা জানের মোবারক পিঠে সওয়ার ছিলেন। (এই দৃশ্য দেখে) আমি আবার সিজদায় চলে গেলাম। যখন রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামায সম্পন্ন করলেন, তখন লোকেরা আরজ করলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এই নামাযের মধ্যে এত দীর্ঘ সিজদা

www.dawateislami.net

করলেন যে আমরা ভাবলাম কোনো ঘটনা ঘটে গেছে বা আপনার উপর ওহী নাযিল হচ্ছে। ইরশাদ করলেন: এমন কিছু হয়নি, তবে আমার পুত্র আমার উপর সওয়ার হয়েছিল, তাই আমি অপছন্দ করলাম যে তাড়াতাড়ি করি, যতক্ষণ না সে তার প্রয়োজন পূরণ করে নেয়।

(মুসনাদে আহমদ, ৫/৪২৬, হাদীস: ১৬০৩৩)

হাদীসের ব্যাখ্যা

শারহে বুখারী মুফতী শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পিঠ মোবারকে বসার পর হুযুর আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইচ্ছাকৃতভাবে (জেনে-শুনে) সিজদাকে দীর্ঘ (লম্বা) করলেন, যাতে এমন না হয় যে সে পড়ে যায় এবং আঘাত পায়। হুযুর আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই মোবারক কাজ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোনো ছোট বাচ্চা যে নাপাক নয়, যদি সিজদায় কারো পিঠে বসে যায় এবং সে আমলে কাসীর ছাড়া নামাতে না পারে এবং সিজদা থেকে মাথা উঠানোর সময় বাচ্চার পড়ে গিয়ে আঘাত লাগার আশঙ্কা থাকে, তবে যতক্ষণ বাচ্চা নেমে না যায়, সিজদা থেকে মাথা উঠাবে না। সিজদাকে (নৈকট্য লাভের জন্য) দীর্ঘ (লম্বা) করা জায়েয এবং কোনো বাচ্চাকে কষ্ট (পীড়া) থেকে বাঁচানোও (নৈকট্যের কাজ)নেকীর কাজ।

(ফাতাওয়া শারহে বুখারী, ২/২৬)

www.dawateislami.net

ফয়যানে ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ

নাতির কান্নায় কষ্ট

(১৩) নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত ফাতেমা যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কান্নার আওয়াজ শুনলেন। তখন খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে ইরশাদ করলেন: اَلَمۡ تَعۡلَمِي انَّ بُكَاءَهٗ يُؤۡذِينِي অর্থাৎ তুমি কি জানো না যে এর কান্নায় আমার কষ্ট হয়? **(মু'জামুল কাবীর, ৩/১১৬, হাদীস: ২৮৪৭)**

নাতির সাথে খেলার মোবারক ভঙ্গি

(১৪) হযরত সাইয়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বর্ণনা: রহমতে কওনাইন, নানায়ে হুসাইন صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জন্য নিজের জিহ্বা মোবারক বের করতেন। শাহজাদা যখন মোবারক জিহ্বা দেখতেন, তখন তার দিকে ঝুঁকে পড়তেন।

(সহীহ ইবনে হিব্বান, ৯/৬০, হাদীস: ৬৯৩৬)

তোমহারে মু কে উফুক পর তুলু হোতা রাহা
যুবানে শাহ কা খুরশিদ, ইয়া ইমামে হোসাইন

হুসাইন আমার

(১৫) হযরত সাইয়্যিদুনা ইয়া'লা ইবনে মুররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বর্ণনা: আমরা নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে একটি দাওয়াতে অংশগ্রহণের জন্য রওনা হলাম। তখন ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ গলিতে খেলছিলেন নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم লোকদের থেকে এগিয়ে গেলেন

www.dawateislami.net

এবং (তাঁকে ধরার জন্য) নিজের উভয় হাত প্রসারিত করলেন। তখন ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এদিক-ওদিক দৌড়াতে লাগলেন (যেমনটা বাচ্চাদের অভ্যাস হয় যে, কেউ ধরতে গেলে তারা দৌড়ায়)। (এইভাবে) রহমতে আলম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে হাসাতে থাকলেন যতক্ষণ না তাঁকে ধরে ফেললেন। তারপর নিজের এক হাত তাঁর থুতনির নিচে আর অন্য হাত ঘাড়ের কাছে মাথার কিনারে রেখে তাঁকে চুম্বন করলেন এবং ইরশাদ করলেন: حُسَیۡنٌ مِنِّي وَاَنَا مِنۡ حُسَیۡنٍ اَحَبَّ اللّٰہُ مَنۡ اَحَبَّ حُسَیۡنًا حُسَیۡنٌ سِبۡطٌ مِنَ الۡاَسۡبَاطِ অর্থাৎ হুসাইন আমার থেকে এবং আমি হুসাইন থেকে। আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন যে হুসাইন কে ভালোবাসে। হুসাইন (আমার) নাতিদের মধ্যে একজন নাতি। **(ইবনে মাজাহ, ১/৯৬, হাদীস: ১৪৪, হাশিয়া সিন্ধী সহ)**

হাদীসের ব্যাখ্যা

শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীস শরীফের অধীনে বলেন: "সিবত" সেই গাছকে বলে যার অনেক শাখা-প্রশাখা থাকে। (حُسَیۡنٌ مِنِّي وَاَنَا مِنۡ حُسَیۡنٍ বলার মধ্যে) এই দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর অনেক সন্তান-সন্ততি হবে।

(লামা'আতুত তানকীহ, ৯/৭১৭, হাদীস: ৬১৬৯ এর অধীনে)

ইমাম শরফুদ্দীন হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ তীবী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ওহীর নূর দ্বারা জেনেছিলেন যে, ভবিষ্যতে ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে কী ঘটনা ঘটবে, তাই তিনি বিশেষভাবে তাঁর এই শান বর্ণনা করেছেন এবং জানিয়ে দিয়েছেন যে, ভালোবাসা আবশ্যক হওয়া এবং যুদ্ধ হারাম হওয়ার ব্যাপারে তাঁর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এবং ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ব্যাপার একই রকম। তারপর এই কথার আরও

www.dawateislami.net

দৃঢ়তার জন্য বললেন, আল্লাহ তাকে ভালোবাসুক যে হুসাইন কে ভালোবাসে, কারণ ইমাম হুসাইন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর প্রতি ভালোবাসা রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতি ভালোবাসা আল্লাহ পাকের প্রতি ভালোবাসা।

(শরহুত তীবী, ১১/৩০৮, হাদীস: ৬১৬৩ এর অধীনে)

হে আশেকানে রাসূল! এই হাদীস পাকে ইমাম হুসাইন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর নাম মোবারক চারবার নেওয়া হয়েছে। এর হিকমত বর্ণনা করতে গিয়ে ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রেযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই হাদীসটি কতই না ভালোবাসার রঙে রঞ্জিত! একবার নাম নিয়ে তিনবার যমীর (সর্বনাম) যথেষ্ট ছিল, কিন্তু না, প্রতিবার ভালোবাসার (স্বাদ) এর জন্য নামেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন। **(ফাতাওয়া রযভিয়্যাহ, ২৪/৪৮৭)**

“হুসাইনু মিন্নি আনা মিন হুসাইন” কেহনে মে
ওয়াে চাহতে তো ফকত কেহতে এক বার হুসাইন
বজায়ে নামকে মুমকিন থা ঘরচে ইসমে যমীর
কাহাহে ফিরভি মুহব্বত ছে বার বার হুসাইন

ফয়যানে হাসানাইন কারীমাইন رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

(১৬) খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমা যাহরা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا এর ঘরে ইমাম হাসান رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর জন্মের সময় হুযুর আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ আনলেন এবং ইরশাদ করলেন: اَرُوْنِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوْهُ অর্থাৎ আমাকে আমার পুত্র দেখাও, তোমরা এর কী নাম রেখেছো? মওলা আলী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ আরজ করলেন: আমি এর নাম “হারব” রেখেছি। বললেন: বরং সে হাসান। ইমাম হুসাইন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর জন্মের সময়ও রহমতে আলম

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ আনলেন এবং বললেন: আমাকে আমার পুত্র দেখাও, তোমরা এর কী নাম রেখেছো? মওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরজ করলেন: হারব। বললেন: বরং সে হুসাইন। এরপর তৃতীয় শাহজাদার জন্মের সময় তাশরীফ এনেও একই প্রশ্ন করলেন এবং মওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সেই একই নাম আরজ করলেন। তখন বললেন: বরং সে মুহসিন। এরপর ইরশাদ করলেন: اِنِّي سَمَّيْتُهُمْ بِاسْمِ شَبَرٍ وَ شُبَيْرٍ وَ مُشَبِّرٍ وُلْدِ هَارُونَ অর্থাৎ আমি এদের নাম হযরত হারুন عَلَيْهِ السَّلَام এর পুত্র শাব্বার, শুবাইর এবং মুশাব্বিরের নামে রেখেছি। **(মুসতাদরাক, ৬/২২১, হাদীস: ৪৮২৯)**

হাদীসের ব্যাখ্যা

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রেযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হাসান, হুসাইন, মুহসিন - এগুলো (অর্থাৎ শাব্বার, শুবাইর, মুশাব্বির থেকে) একই ওজনের ও একই অর্থের। এ থেকে (অর্থাৎ নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই নাম রাখা থেকে) মওলা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم কে সতর্ক করা হয়েছে যে, সন্তানদের নাম আখিয়ার (নেককার লোকদের) নামে রাখা উচিত। তাই এরপর তিনি নিজের সাহেবজাদাদের নাম আবু বকর, ওমর, উসমান, আব্বাস ইত্যাদি রাখেন। **(ফাতাওয়া রযভিয়্যাহ, ২৯/৮১)**

শাহজাদাদের হিফাযতের জন্য দোয়ায়ে ইবরাহীমীর (ব্যবস্থা)

(১৭) রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইমাম হাসান এবং ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর হিফাযতের জন্য এই দোয়া পড়তেন এবং বলতেন যে, তোমাদের পিতা (হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام) হযরত ইসমাঈল এবং হযরত

www.dawateislami.net

ইসহাক عَلَيْهِمَا السَّلَام এর হিফাযতের জন্য এই দোয়া পড়তেন: اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ। অর্থাৎ আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমার মাধ্যমে প্রত্যেক শয়তান, প্রত্যেক বিষাক্ত প্রাণী এবং প্রত্যেক কুদৃষ্টি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। **(বুখারী, ২/৪২৯, হাদীস: ৩৩৭১)**

হাদীসের ব্যাখ্যা

এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم "আবুকুম" অর্থাৎ তোমাদের পিতা বলেছেন, কারণ ইমাম হাসান এবং ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا হযরত সাইয়্যিদুনা ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর মোবারক বংশধর।

(উমদাতুল ক্বারী, ১১/৮৫, হাদীস: ৩৩৭১ এর অধীনে)

হযরত আলহাজ্জ্ব মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীস পাকের অধীনে বলেন: এই (হাদীসে) ইঙ্গিত রয়েছে যে, যেমন হযরত ইসমাঈল ও ইসহাক عَلَيْهِمَا السَّلَام যুররিয়্যাতে ইবরাহীমী (হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর বংশধর) এর (উৎস) ও (খনি), তেমনই হযরত হাসান ও হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বংশের আসল।

(মিরাতুল মানাজীহ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪০৯)

তাদের সাথে শত্রুতা আমার সাথে শত্রুতা

مَنْ اَحَبَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَدْ اَحَبَّنِي وَمَنْ اَبْغَضَهُمَا فَقَدْ اَبْغَضَنِي (১৮) অর্থাৎ যে হাসান ও হুসাইন কে ভালোবাসলো, সে নিঃসন্দেহে আমাকে ভালোবাসলো এবং যে তাদের সাথে শত্রুতা করলো, সে নিঃসন্দেহে আমার সাথে শত্রুতা করলো। **(ইবনে মাজাহ, ১/৯৬, হাদীস: ১৪৩)**

www.dawateislami.net

হাদীসের ব্যাখ্যা

হযরত আল্লামা আবুল হাসান সিন্ধী হানাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীস শরীফের অধীনে বলেন: পিতা ও সন্তান হওয়ার কারণে হুযুর আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং হাসানাইন কারীমাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর মধ্যে এমন (ঐক্য) রয়েছে যে, এই দুই সম্মানিত ব্যক্তির ভালোবাসা হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালোবাসা এবং তাদের সাথে শত্রুতা হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে শত্রুতা হয়ে গেছে। এই হাদীসটি এই কথার উপর (নির্দেশ) করে যে, ইমাম হাসান এবং ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর ভালোবাসা ফরজ এবং তা ছাড়া ঈমান পরিপূর্ণ হতে পারে না, কারণ হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালোবাসারও একই হুকুম।

(হাশিয়া ইবনে মাজাহ, ১/৯৬, হাদীস: ১৪৩ এর অধীনে)

উভয় শাহজাদা নানা জানের কাঁধে

(১৯) হযরত সাইয়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন অবস্থায় আমাদের কাছে তাশরীফ আনলেন যে, ইমাম হাসান এবং ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا ও তাঁর সাথে ছিলেন। উভয় শাহজাদা একেক কাঁধে সওয়ার ছিলেন। তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো এক শাহজাদাকে চুম্বন করছেন, কখনো অন্যজনকে, যতক্ষণ না তিনি আমাদের কাছে পৌঁছালেন। এক ব্যক্তি আরজ করলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এই দুজনকে ভালোবাসেন? ইরশাদ করলেন: نَعَمْ مَنْ اَحَبَّهُمَا فَقَدْ اَحَبَّنِي وَمَنْ اَبْغَضَهُمَا فَقَدْ اَبْغَضَنِي অর্থাৎ হ্যাঁ (আমি এই দুজনকে ভালোবাসি), যে এই দুজনকে ভালোবাসলো সে নিঃসন্দেহে আমাকে ভালোবাসলো এবং যে এই দুজনের সাথে শত্রুতা রাখলো, সে সত্যিই আমার সাথে শত্রুতা রাখলো। **(মুসতাদরাক, ৬/২২৪, হাদীস: ৪৮৩৩)**

www.dawateislami.net

হাসানাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর সুঘ্রান

(২০) বারগাহে রিসালাতে আরজ করা হলো: আপনার আহলে বাইতের মধ্যে আপনার সবচেয়ে প্রিয় কে? ইরশাদ করলেন: হাসান এবং হুসাইন। তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত ফাতেমা যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে বলতেন: আমার দুই পুত্রকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তারপর তাদের দুজনের সুঘ্রান শুঁকতেন এবং তাদেরকে বুকে জড়িয়ে নিতেন।

(তিরমিযী, ৫/৪২৮, হাদীস: ৩৭৯৭)

হাদীসের ব্যাখ্যা

হযরত আল হাজ্জ্ব মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীস শরীফের অধীনে লিখেছেন: ভালোবাসার অনেক প্রকার রয়েছে: সন্তানের প্রতি ভালোবাসা এক প্রকারের, স্ত্রীদের প্রতি আরেক প্রকারের, বন্ধুদের প্রতি আরেক প্রকারের। সন্তানদের মধ্যে হযরত হাসানাইন কারীমাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا অনেক প্রিয়। স্ত্রীদের মধ্যে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا মাহবুবা (প্রিয়) ছিল, মাহবুবে রাব্বুল আলামীন এর বন্ধু ও আহবাবদের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অনেক প্রিয়। তাই হাদীসসমূহে কোনো (বিরোধ) নেই।

মুফতী সাহেব আরও বলেন: হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাদের সুঘ্রান কেন শুকবেন না, তারা দুজন তো হুযুরের ফুল ছিলেন। ফুল তো শুঁকাই হয়। তাদেরকে কলিজার সাথে লাগানো, জড়িয়ে ধরা অত্যন্ত ভালোবাসা ও স্নেহের জন্য ছিল। এ থেকে জানা যায় যে, ছোট বাচ্চাদের সুঘ্রান নেওয়া, তাদেরকে ভালোবাসা, তাদেরকে জড়িয়ে ধরা, চুমু খাওয়া সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم। **(মিরাতুল মানাজীহ, ৮/৪৭৭)**

www.dawateislami.net

সুঙ্গতে থে গুলে জিসম আকা তেরা
আই গুলে মুরতাজা,ইয়া হাসান মুজতবা

এই দুজন আমার পুত্র

(২১) হযরত সাইয়্যিদুনা উসামা ইবনে যায়েদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর বর্ণনা: এক রাতে আমি কোনো কাজে বারগাহে রিসালাতে উপস্থিত হলাম। তখন নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কোনো জিনিস কোলে নিয়ে তাশরীফ আনলেন, কিন্তু আমি সেই জিনিসটি সম্পর্কে অবগত ছিলাম না। যখন আমি আমার কাজ থেকে অবসর হলাম, তখন আরজ করলাম: এটা আপনার কোলে কী? তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কাপড় সরালেন, তখন মোবারক উরুতে ইমাম হাসান এবং ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا ছিলেন। ইরশাদ করলেন: هٰذَانِ ابْنَايَ وَابْنَا ابْنَتِي اَللّٰهُمَّ اِنِّي اُحِبُّهُمَا فَاَحِبَّهُمَا وَاَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا অর্থাৎ এই দুজন আমার পুত্র এবং আমার কন্যার পুত্র। হে আল্লাহ! আমি এই দুজনকে ভালোবাসি, তুমিও এদেরকে ভালোবাসো এবং যে এদেরকে ভালোবাসে তাকেও ভালোবাসো। **(তিরমিযী, ৫/৪২৭, হাদীস: ৩৭৯৪)**

হাদীসের ব্যাখ্যা

শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীস শরীফ প্রসঙ্গে বলেন: এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, নাতির মতো দৌহিত্রও মানুষের পুত্র হয়। এছাড়া এটাও প্রমাণিত হল যে, মানুষ মায়ের বংশ থেকেও মর্যাদা ও সম্মান লাভ করে। **(লুময়াতুত তানকীহ, ৯/৭১৫, হাদীস: ৬১৬৫ এর অধীনে)**

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: শরীয়তে মুতাহহারায় বংশ পিতার দিক থেকে গণ্য করা

হয়। যার পিতা-দাদা পাঠান বা মুঘল বা শাইখ হবেন, সে সেই কওমের হবে, যদিও তার মা ও দাদী সবাই সাইয়্যিদা হন। হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা এই ফযীলত বিশেষভাবে ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন এবং তাদের (প্রকৃত) ভাই-বোনদেরকে দান করেছেন رَضِیَ اللہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین যে, তারা রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পুত্র গণ্য হয়েছেন। তারপর তাদের যে বিশেষ সন্তান-সন্ততি, তাদের মধ্যেও সেই সাধারণ নিয়ম জারি হয়েছে যে, তারা নিজেদের পিতার দিকে (সম্পর্কিত) হবেন। তাই সিবতাইন কারীমাইন (ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللہُ عَنۡہُمَا) এর সন্তান-সন্ততি সাইয়্যিদ, ফাতেমার কন্যারা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا এর (আউলাদ) সন্তান-সন্ততি নন, যারা নিজেদের পিতাদের দিকেই (সম্পর্কিত) হবেন। **(ফাতাওয়া রযভিয়্যাহ, ১৩/৩৬১)**

হে আল্লাহ! এদেরকে ভালোবাসুন

(২২) হযরত সাইয়্যিদুনা ইয়া'লা ইবনে মুররাহ رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত যে, ইমাম হাসান এবং ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللہُ عَنۡہُمَا হেঁটে নিজেদের নানা জান, রহমতে আলম صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। যখন তাদের দুজনের মধ্যে একজন শাহজাদা নিজের নানা জানের কাছে পৌঁছালেন, তখন তিনি صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজের মোবারক হাত তাঁর ঘাড়ে রাখলেন। অন্য শাহজাদা পৌঁছালে অন্য হাত তাঁর ঘাড়ে রাখলেন, উভয় শাহজাদাকে চুম্বন করলেন এবং আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করলেন: اَللّٰھُمَّ اِنِّیۡ اُحِبُّھُمَا فَاَحِبَّھُمَا অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি এই দুজনকে ভালোবাসি, তুমিও এদেরকে ভালোবাসো। এরপর ইরশাদ করলেন: اَیُّھَا النَّاسُ اِنَّ الۡوَلَدَ مَبۡخَلَۃٌ مَجۡبَنَۃٌ অর্থাৎ হে লোকসকল! সন্তান কৃপণ ও ভীরু বানিয়ে দেয়।

(মু'জামুল কাবীর, ৩/৩২, হাদীস: ২৫৮৭)

হাদীসের ব্যাখ্যা

হযরত আলহাজ্জ্ব মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সন্তানকে مُبْخِل مُجْبِن (অর্থাৎ ভীরু ও কৃপণ সৃষ্টিকারী) বলা তাদের মন্দ বলার জন্য নয়, বরং অত্যন্ত ভালোবাসার প্রকাশের জন্য। অর্থাৎ, সন্তানের প্রতি অত্যন্ত ভালোবাসা মানুষকে কৃপণ ও ভীরু হতে বাধ্য করে। এই বিষয়টি স্বাভাবিক (Natural), যদিও আল্লাহ ওয়ালাদের মধ্যে এর প্রকাশ কম হয়। মুমিনের আল্লাহ ও রাসূলের তুলনায় সন্তান-সন্ততি প্রিয় হয় না। **(মিরাতুল মানাজীহ, ৬/৩৬৭)**

জান্নাতী যুবকদের সর্দার

(২৩) اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ অর্থাৎ হাসান এবং হুসাইন জান্নাতী যুবকদের সর্দার। **(তিরমিযী, ৫/৪২৬, হাদীস: ৩৭৯৩)**

হাদীসের ব্যাখ্যা

আল্লামা আলী ইবনে আহমদ আযীযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদিস প্রসঙ্গে লিখেছেন: অর্থাৎ এই দুজন প্রত্যেক সেই ব্যক্তির সর্দার, যে যৌবনকালে মৃত্যুবরণ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। **(আস-সিরাজুম মুনীর, ৩/১০৬)**

খুলদ কে নাওজুয়ানো কা সর্দার তু
আউর ভাই তেরা, ইয়া হাসান মুজতবা

আমাকে যে ভালোবাসে সে এদেরকেও ভালোবাসবে

(২৪) আল্লাহ পাকের আখেরি নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন নামায পড়তেন, তখন ইমাম হাসান এবং ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا তাঁর মোবারক

www.dawateislami.net

পিঠে সওয়ার হয়ে যেতেন। লোকেরা এই শাহজাদাদেরকে থামাতে গেলে তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইশারা করে তাদেরকে নিষেধ করতেন। নামায থেকে অবসর হয়ে আল্লাহর মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উভয় শাহজাদাকে কোলে নিয়ে ইরশাদ করতেন: مَنْ اَحَبَّنِيْ فَلْيُحِبَّ هٰذَيْنِ অর্থাৎ যে আমাকে ভালোবাসে সে যেন এই দুজনকেও ভালোবাসে। **(আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী, ৫/৫০, হাদীস: ৮১৭০)**

আমার ফুল

(২৫) هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا অর্থাৎ এই দুজন (হাসান এবং হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا) দুনিয়াতে আমার দুটি ফুল। **(বুখারী, ২/৫৪৭, হাদীস: ৩৭৫৩)**

হাদীসের ব্যাখ্যা

ইমাম হাফেজ আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ, যিনি ইবনে আরাবী মালিকী নামে পরিচিত, رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীস পাকের প্রসঙ্গে লিখেছেন: যেন নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: এই দুজন আমার পুত্র। আমি তাদের সুঘ্রান শুঁকে এবং তাদেরকে বুকে জড়িয়ে আরাম পাই। **(আরিযাতুল আহওয়াযী, ৭/১৫৯)**

শারহে বুখারী মুফতী শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: শাহজাদাদেরকে ফুল বলা এই কারণে যে, যেমন ফুলের প্রতি সকলের আকর্ষণ থাকে, সকলে তাকে ভালোবাসে, তাকে শুঁকে এবং চুম্বন করে, তেমনই এই শাহজাদারাও আমার প্রিয়, আমি তাদেরকে শুঁকিও এবং চুম্বনও করি। **(নুযহাতুল ক্বারী, ৪/৬২৯)**

কিয়া বাত রযা উস চামানিসতানে করম কি,
যাহরা হে কলি যিজ মে হুসাইন আউর হাসান ফুল।

www.dawateislami.net

শাহজাদাদের জন্য খুতবা থামিয়ে দিলেন

(২৬) হযরত সাইয়্যিদুনা বুরাইদাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাদেরকে খুতবা দিচ্ছিলেন, এমন সময় ইমাম হাসান এবং ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا লাল (ডোরাকাটা) জামা পরিহিত অবস্থায় এলেন। উভয় শাহজাদা হাঁটছিলেন এবং পড়ে যাচ্ছিলেন। (এই দেখে) রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মিম্বর থেকে নিচে নেমে এলেন এবং উভয় শাহজাদাকে উঠিয়ে নিজের কাছে বসালেন। তারপর বললেন: আল্লাহ পাক সত্য বলেছেন: اِنَّمَاۤ اَمۡوَالُکُمۡ وَاَوۡلَادُکُمۡ فِتۡنَۃٌ۔ অর্থাৎ তোমাদের মাল ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তো একটি পরীক্ষামাত্র। **(পারা ২৮, আত-তাগাবুন: ১৫)** আমি এই দুই বাচ্চাকে দেখলাম যে তারা হাঁটছে আর পড়ে যাচ্ছে, তাই আমি আর থাকতে পারলাম না, যতক্ষণ না আমি আমার আলোচনা থামিয়ে তাদের দুজনকে উঠিয়ে নিলাম। **(তিরমিযী, ৫/৪২৯, হাদীস: ৩৭৯৯)**

হাদীসের ব্যাখ্যা

এই হাদীস শরীফ প্রসঙ্গে হযরত আল হাজ্জ মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর ব্যাখ্যা থেকে কয়েকটি মাদানী ফুল লক্ষ্য করুন: সম্ভবত এই খুতবা ওয়ায (উপদেশ) ছিল না, বরং জুমআর খুতবা ছিল। এই দুজনের জন্য হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জুমআর খুতবা থামিয়েছিলেন। যখন তাদের জন্য নামাযের সিজদা দীর্ঘ (লম্বা) করা যেতে পারে তখন তাদের জন্য জুমআর খুতবাও থামানো যেতে পারে। এই দুই সন্তানের জামাতে লাল ডোরা ছিল, (সম্পূর্ণ) লাল (জামা) ছিল না, কারণ (সম্পূর্ণ) লাল কাপড় পুরুষ ও ছেলেদের জন্য পরা (নিষিদ্ধ)। এই দুই সন্তান খুব ছোট ছিলেন, নতুন নতুন হাঁটতে শিখেছিলেন, তাই ঠিকমতো হাঁটতে পারছিলেন

www.dawateislami.net

না। হাঁটতে হাঁটতে পড়ে যাচ্ছিলেন, আবার উঠে হাঁটতে হাঁটতে পড়ে যাচ্ছিলেন, যেমনটা খুব ছোট বাচ্চাদের মধ্যে দেখা যায়। খেয়াল রাখবেন যে, এই সময় হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উপস্থিতদের মধ্যে কাউকে ডাকেননি, অন্য কারো কোলে বসাননি, বরং নিজে মিম্বর শরীফ থেকে নেমে খুতবা ছেড়ে বাচ্চাদের কাছে গিয়েছেন, তাদেরকে উঠিয়ে এনে নিজের পাশে বসিয়েছেন। এটাই হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই দুজনের প্রতি অত্যন্ত ভালোবাসা। এই আয়াতে কারীমায় (اَنَّمَاۤ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ) "ফিতনা" অর্থ বিপদ বা মুসিবত নয়, বরং মেহনত বা পরীক্ষা। আল্লাহ তা'আলা এই (সন্তানদের) মাধ্যমে মু'মিনকে সওয়াব দেন। খেয়াল রাখবেন যে, হযরত হাসানাইন কারীমাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর জন্য খুতবা (বন্ধ) করা হুযুর নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর (বিশেষত্ব) (Speciality)।

(মিরাতুল মানাজীহ, ৮/ ৪৭৮)

তোমাদের শত্রুআমার শত্রু

(২৭) প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আলী মুর্তজা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم, খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমা যাহরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এবং ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا কে ইরশাদ করলেন: اَنَا سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمْتُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ অর্থাৎ যার সাথে তোমাদের সন্ধি, তার সাথে আমারও সন্ধি এবং যার সাথে তোমাদের যুদ্ধ, তার সাথে আমারও যুদ্ধ।

(ইবনে মাজাহ, ১/৯৭, হাদীস: ১৪৫)

হাদীসের ব্যাখ্যা

অর্থাৎ যে এই (চারজনের) সাথে ভালোবাসা রাখলো, সে আমার সাথে ভালোবাসা রাখলো এবং যে তাদের সাথে শত্রুতা রাখলো, সে আমার সাথে শত্রুতা রাখলো। **(শরহে মাসাবীহুস সুন্নাহ, ৬/৪৬৫, হাদীস: ৪৮১৭ এর অধীনে)**

www.dawateislami.net

এরা আমার ঘরের সদস্য

(২৮) হযরত সাইয়্যিদুনা সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত যে, যখন এই আয়াতে মুবারাকা নাযিল হলো: فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ অর্থাৎ এসো! আমরা ডাকি আমাদের পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের। **(পারা ৩, আলে ইমরান: ৬১)** তখন রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সাইয়্যিদুনা আলী মুর্তজা, খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমা যাহরা, ইমাম হাসান এবং ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِين কে ডাকলেন এবং আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করলেন: اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ اَهْلِي অর্থাৎ হে আল্লাহ! এরা আমার ঘরের সদস্য **(মুসলিম, পৃষ্ঠা ১০০৬, হাদীস: ৬২২০)**

এই হাদীস শরীফে যে আয়াতে মুবারাকার উল্লেখ রয়েছে, সেই সম্পূর্ণ আয়াতটি এই:

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ۫ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ﴿۶۱﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: অতঃপর হে মাহবুব! যে ব্যক্তি আপনার সাথে ঈসা সম্পর্কে বিতর্ক করে এর পরে যে, আপনার নিকট জ্ঞান (ওহী) এসেছে,তবে তাদেরকে বলে দিন, এসো আমরা ডেকে নিই আমাদের পুত্রদেরকে ও তোমরা তোমাদের পুত্রদেরকে এবং আমরা আমাদের নারীদেরকে ও তোমরা তোমাদের নারীদেরকে, আর আমরা আমাদের নিজেদেরকে ও তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে, অতঃপর মুবাহালা করি। তারপর মিথ্যাবাদিদের উপর আল্লাহর লানত দিই।

হাদীসের ব্যাখ্যা

শিহাবুল মিল্লাত ওয়াদ্দীন হযরত আল্লামা আহমদ ইবনে মুহাম্মদ খাফফাজী মিসরী হানাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেছেন: নাজরানের খ্রিস্টানদের একটি প্রতিনিধি দল বারগাহে রিসালাতে উপস্থিত হলো। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন, কিন্তু তারা মুসলমান হলো না এবং দাবি করলো যে তাদের দীন সত্য, যা (রহিত) হয়নি। এই সম্পূর্ণ ঘটনা তাফসীর ও সীরাতের কিতাবে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ রয়েছে। যখন এই আয়াত নাযিল হলো, তখন তিনি হযরত আলীয়্যুল মুর্তজা, খাতুনে জান্নাত এবং হাসানাইন কারীমাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِین কে ডাকলেন, কারণ এই (রীতি) ছিল যে লোকেরা মুবাহালার সময় নিজেদের সন্তান-সন্ততি ও ঘরের লোকদেরকে (একত্রিত) করে এই দোয়া করতো যে, (উভয় দলের মধ্যে) যে মিথ্যাবাদী, তার উপর এবং তার ঘরের লোকদের উপর আযাব নাযিল হোক। যখন খ্রিস্টানরা এটা দেখলো, তখন তারা মুবাহালা করলো না, কারণ তারা জানতো যে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (সত্য) নবী এবং আল্লাহ পাক যে কোনো নবীর সাথে মুবাহালাকারীদেরকে ধ্বংস করে দেন। তারা (জিযিয়া) দিতে রাজী হলো। হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: যদি তারা মুবাহালা করতো, তবে বানর ও শূকরের আকৃতিতে (বিকৃত) করে দেওয়া হতো এবং জঙ্গল আগুনে জ্বলে উঠতো।

আল্লামা খাফফাজী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরও বলেন: মুবাহালার হুকুম এখনও (বিদ্যমান) রয়েছে। **(নাসীমুর রিয়ায, ৪/৫০০)**

শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই আয়াতকে আয়াতে মুবাহালা বলা হয়। এই আয়াতে প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ

www.dawateislami.net

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে খ্রিস্টানদের সাথে মুবাহালা করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের কাছে তাশরীফ আনলেন, তখন তিনি ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে কোলে উঠিয়ে রেখেছিলেন, ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর হাত ধরেছিলেন, আর খাতুনে জান্নাত ও শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا তাঁর পিছনে পিছনে আসছিলেন। তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই চারজনকে ইরশাদ করলেন: اِذَا دَعَوْتُ فَاَمِّنُوا। অর্থাৎ যখন আমি দোয়া করবো, তখন তোমরা আমীন বলবে। (এই দৃশ্য দেখে) খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় পাদ্রী তাদেরকে বললো: হে খ্রিস্টানদের দল! আমি এমন চেহারা দেখছি যে, যদি এই লোকেরা আল্লাহর কাছে পাহাড় সরিয়ে দেওয়ার দোয়া করে, তবে আল্লাহ পাক পাহাড়কে জায়গা থেকে সরিয়ে দেবেন। তাদের সাথে মুবাহালা করো না, নতুবা ধ্বংস হয়ে যাবে।

(লামা'আতুত তানকীহ, ৯/৬৯৪, হাদীস: ৬১৩৫ এর অধীনে)

মুবাহালা কী?

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রেযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মুবাহালা এই (যে) দুই দল একত্রিত হয়ে নিজ নিজ দাবি (বর্ণনা) করবে এবং প্রত্যেক দল দোয়া করবে যে, তাদের দুজনের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী, তার উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক। এটা জায়েয। মুবাহালা প্রত্যেক সেই অবস্থায় হতে পারে যখন নিজের কথার সত্যতার উপর (নিশ্চিত) বিশ্বাস থাকে। (সন্দেহজনক) বা (ধারণাভিত্তিক) কথার উপর মুবাহালা করা গুরুতর দুঃসাহস। **(ফাতাওয়া রযভিয়্যাহ, ২১/১৮৯)**

www.dawateislami.net

এরা আমার আহলে বাইত

(২৯) রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (উম্মুল মু'মিনীন) হযরত উম্মে সালামা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর ঘরে উপস্থিত ছিলেন, এমন সময় এই আয়াতে কারীমা নাযিল হলো: اِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا অর্থাৎ আল্লাহ তো এটাই চান (হে নবীর পরিবার বর্গ)-যে, তোমাদের থেকে প্রত্যেক অপবিত্রতা দূরীভূত করে দেবেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে খুব পরিচ্ছন্ন করে দেবেন। **(পারা ২২, আল-আহযাব: ৩৩)**

তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত ফাতেমা যাহরা এবং হাসানাইন কারীমাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِين কে ডেকে নিজের মোবারক চাদরের নিচে নিলেন এবং হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যে তাঁর পিছনে উপস্থিত ছিলেন, তাঁকেও চাদরের নিচে নিলেন এবং বারগাহে খোদাউন্দীতে আরজ করলেন: اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ اَهْلُ بَيْتِي فَاَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا অর্থাৎ হে আল্লাহ! এরা আমার আহলে বাইত, এদের থেকে (অপরিচ্ছন্নতা) দূর করে দিন এবং এদেরকে খুব (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন) করে দিন। হযরত উম্মে সালামা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا আরজ করলেন: হে আল্লাহর নবী! আমিও কি তাদের সাথে আছি? ইরশাদ করলেন: اَنْتِ عَلٰى مَكَانِكِ وَاَنْتِ عَلٰى خَيْرٍ অর্থাৎ তুমি তো (পূর্বেই) এই (স্থান) ও (মর্যাদা) তে (অধিষ্ঠিত) আছো এবং তুমি কল্যাণের উপর আছো। **(তিরমিযী, ৫/১৪১, হাদীস: ৩২১৪)**

হাদীসের ব্যাখ্যা

হযরত আল্লামা আহমদ ইবনে মুহাম্মদ খাফফাজী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে নিজের মোবারক চাদরের নিচে নেওয়া এই কথার দিকে ইঙ্গিত করে যে, তাদের

www.dawateislami.net

সাথে তাঁর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিশেষ (নৈকট্য) ও (সান্নিধ্য) হাসিল রয়েছে এবং আল্লাহ পাক এই সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে নিজের রহমত দ্বারা ঢেকে রেখেছেন, যেমন চাদর এই সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে ঢেকে রেখেছে।

আল্লাহ পাক উল্লেখিত আয়াতে আহলে বাইতকে পরিষ্কার করার ব্যাপারে নিজের ইচ্ছার খবর দিয়েছেন এবং আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় কোনো পরিবর্তন আসতে পারে না। তা সত্ত্বেও হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের জন্য এই দোয়া করেছেন যাতে লোকদের সামনে আহলে বাইতের মাহাত্ম্য ও শান প্রকাশ পায়, অথবা দোয়ার উদ্দেশ্য এই যে, আহলে বাইত প্রত্যেক প্রকার অপরিচ্ছন্নতা) থেকে (পবিত্রতা) ও পরিচ্ছন্নতার উপর (অবিচলতা) ও (স্থায়িত্ব) হাসিল করেন। আয়াতে মুকাদ্দাসায় (অপরিচ্ছন্নতা) দ্বারা গুনাহ, (অবাধ্যতা) এবং সকল (মর্যাদাবিরোধী) কাজ উদ্দেশ্য।

(নাসীমুর রিয়ায, ৪/৫০০)

আহলে বাইত দ্বারা কারা উদ্দেশ্য?

হে আশেকানে রাসূল! মনে রাখবেন যে, প্রিয় নবী রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্ত্রীগণও আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত এবং বহু দলীল দ্বারা এই বিষয়টি প্রমাণিত।

শারহে বুখারী মুফতী শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আহলে বাইতের (আভিধানিক) ও (প্রচলিত) অর্থ হলো: ঘরের লোক। এর মধ্যে পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা, নাতী-নাতনী অন্তর্ভুক্ত। হুযুর আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আহলে বাইতের মধ্যে (সকল) আজওয়াজে মুতাহহারাত, উম্মাহাতুল মু'মিনীন অন্তর্ভুক্ত। এর উপর আয়াতে কারীমা (অর্থাৎ পারা ২২, সূরা আহযাবের আয়াত: ৩৩) এর (অর্থাৎ এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আয়াতের মর্ম) (নির্দেশ) করে। এই আয়াতে কারীমা সূরা আহযাবের,

www.dawateislami.net

আপনি যে কোনো অনূদিত (Translated) কুরআন দেখুন, আপনার কাছে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এই আয়াতে কারীমা আজওয়াজে মুতাহহারাতের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। হযরত আলী, হযরতে সাইয়্যিদা, হযরত হাসানাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین আহলে বাইতে এইজন্য (অন্তর্ভুক্ত) গণ্য হন যে, এই আয়াতে কারীমা নাযিলের পর হুযুর আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই সকল সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে (একত্রিত) করে একটি কম্বল জড়ালেন এবং বললেন: হে আল্লাহ! এরা আমার আহলে বাইত, এদের থেকে (অপবিত্রতা) দূর করুন, এদেরকে খুব (পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন) করে দিন। যদি আহলে বাইত শব্দটি তার আভিধানিক বা প্রচলিত অর্থে জামাতা, কন্যা ও নাতি-নাতনীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করতো, তবে এর কোনো প্রয়োজন ছিল না যে হুযুর আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই সকলকে একটি কম্বলে একত্রিত করবেন এবং উল্লেখিত দোয়া করবেন। এটা এইজন্য হুযুর বলেছেন যে, প্রচলিত ও আভিধানিক অর্থে এই লোকেরা আহলে বাইতে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এখন যখন হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বলে দিলেন যে এরা আমার আহলে বাইত, তখন (অন্তর্ভুক্ত) হয়ে গেলেন। **(ফাতাওয়া শারহে বুখারী, ২/৬৫)**

উম্মুল মু'মিনীনকে মোবারক চাদরের নিচে কেন নিলেন না?

সরকারে মদীনা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত উম্মে সালামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে চাদরের নিচে নেওয়ার পরিবর্তে বললেন: اِنۡتِ عَلٰی مَکَانِکِ وَاِنۡتِ عَلٰی خَیۡرٍ। শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই মোবারক শব্দগুলোর একটি অর্থ এটা (বর্ণনা) করেছেন:

তুমি কল্যাণের উপর আছো এবং তুমিও আমার আহলে বাইতে অন্তর্ভুক্ত, তোমাকে চাদরের নিচে (প্রবেশ) হওয়ার প্রয়োজন নেই। যেন

www.dawateislami.net

তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর উপস্থিতির কারণে তাঁকে চাদরের নিচে আসতে নিষেধ করেছেন। **(লামা'আতুত তানকীহ, ৯/৬৯১)**

উম্মাহাতুল মু'মিনীন আহলে বাইতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য "লাম 'আতুত তানকীহ", খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৬৯০ থেকে ৬৯৩ পর্যন্ত অধ্যয়ন করুন:

এই হাদীস শরীফে যে আয়াতে মুবারাকার উল্লেখ রয়েছে, তার দিকে ইঙ্গিত করে ব্রাদারে আ'লা হযরত মাওলানা হাসান রেযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেছেন:

উনকি পাকি কা খোদায়ে পাক কারতা হে বয়াঁ,
আয়াতে তাতহীর ছে জাহির হে শানে আহলে বাইত।

(যওক্বে না'ত, পৃষ্ঠা ১০০)

মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য

(৩০) রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইমাম হাসান এবং ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর হাত ধরে ইরশাদ করলেন: مَنْ اَحَبَّنِيْ وَاَحَبَّ هٰذَيْنِ وَاَبَاهُمَا وَاُمَّهُمَا كَانَ مَعِيَ فِيْ دَرَجَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ যে আমাকে, এই দুজনকে এবং তাদের পিতা-মাতাকে ভালোবাসবে, সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে আমার (মর্যাদা) তে থাকবে। **(তিরমিযী, ৫/৪১০, হাদীস: ৩৭৫৪)**

হাদীসের ব্যাখ্যা

হযরত আল্লামা আহমদ ইবনে মুহাম্মদ খাফাজী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীস শরীফ প্রসঙ্গে লিখেছেন: উদ্দেশ্য এই যে, এমন ব্যক্তির রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর (নৈকট্য) ও (সান্নিধ্য) হাসিল হবে, কারণ কেউই তাঁর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (মর্যাদা) তে তাঁর সমান হতে পারে না। এই বর্ণনা

www.dawateislami.net

তেমনই, যেমন আরেকটি বর্ণনায় বলা হয়েছে: اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ। অর্থাৎ মানুষ তার সাথেই থাকবে যাকে সে ভালোবাসে।

(বুখারী, ৪/১৪৭, হাদীস: ৬১৬৭; নাসীমুর রিয়ায, ৪/৫০৪)

নাতিদের জন্য নানা জানের উত্তরাধিকার

(৩১) খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমা যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর (মৃত্যুশয্যা) তে ইমাম হাসান এবং ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا কে সাথে নিয়ে বারগাহে রিসালাতে উপস্থিত হলেন এবং আরজ করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই দুজন আপনার পুত্র, এদেরকে কিছু দান করুন। ইরশাদ করলেন: اَمَّا الْحَسَنُ فَلَهٗ هَيْبَتِيْ وَسُؤْدُدِيْ وَاَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهٗ جُرْاَتِيْ وَجُوْدِيْ অর্থাৎ হাসানের জন্য আমার (গাম্ভীর্য) ও (নেতৃত্ব) আর হুসাইনের জন্য আমার (বীরত্ব) ও (দানশীলতা)। **(মু'জামুল কাবীর:হাদীস ,৪২৩/২২ , ১০৪১)**

হাসান আমার

(৩২) اَلْحَسَنُ مِنِّيْ وَالْحُسَيْنُ مِنْ عَلِيٍّ। অর্থাৎ হাসান আমার এবং হুসাইন আলীর। **(তারীখেদামেস্ক, ১৩/২১৯)**

হাদীসের ব্যাখ্যা

এর অর্থ এই যে, বড় পুত্র দাদা/ নানার হয়, ছোট পুত্র পিতার। এই বিভাজন)। (অনুগ্রহ প্রকাশের) জন্য। **(মিরাতুল মানাজীহ,৮/৪৭৯)**

হাসানাইন কারীমাইনের পিপাসা কীভাবে মিটলো?

(৩৩) হযরত সাইয়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বর্ণনা: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আমরা রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে (এক সফরে)

www.dawateislami.net

ছিলাম। এক জায়গায় রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا যারা তাদের মায়ের সাথে ছিলেন, তাঁদের কান্নার আওয়াজ শুনলেন। দ্রুত তাঁদের দুজনের কাছে পৌঁছালেন এবং নিজ কন্যাকে স্নেহের সাথে জিজ্ঞাসা করলেন: আমার পুত্রদের কী হয়েছে? আরজ করলেন: তাঁদের পিপাসা লেগেছে। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পানি তালাশ করার জন্য একটি মশকের দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু সেখানে পানি ছিল না। ওই সময় পানির সংকট ছিল,লোকেরা পানির অন্বেষনে ছিল। তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আওয়াজ দিলেন,তোমাদের মাঝে কারো কাছে কি পানি আছে? লোকেরা নিজ নিজ মশক অন্বেষণ করলেন এক ফোটাও পানি পাওয়া গেল না। রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খাতুনে জান্নাতকে বললেন:তাদের উভয়ের মধ্যে থেকে একজনকে আমাকে দাও। তিনি পর্দার নিচ থেকে এক শাহজাদাকে হুজুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দিলেন। ওই সময় সে অস্থির হয়ে কান্না করছিল, তিনি তাঁকে মোবারক সিনায় লাগালেন এরপর নিজের মোবারক জিহবা তাঁর জন্য বের করলেন যেটা সে চুষতে লাগল, এমনকি তাঁর পিপাসা মিটে গেল,এরপর তাঁর আর কান্নার আওয়াজ আসল না। দ্বিতীয় শাহজাদা এখনো এইভাবে কান্না করছিল, তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খাতুনে জান্নাত থেকে দ্বিতীয় শাহজাদাকে নিয়ে তাঁর সাথেও অনুরুপ করলেন তখন তাঁরও পিপাসা মিটে গেল এবং কান্নার আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। (এই ঘটনা শোনানোর পর) হযরত সৈয়্যেদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ইরশাদ করেন: আমি এই উভয় শাহজাদাকে কেন ভালোবাসব না, যেহেতু আমি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে তাদের সাথে এমন করতে দেখেছি। **(মু'জামুল কাবীর, ৩/৫০, হাদীস: ২৬৫৬)**

www.dawateislami.net

শাহজাদাদেরকে মোবারক কাঁধে সওয়ার করানোর ভঙ্গি

(৩৪) রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত ফাতেমা যাহরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে সালাম করলেন। তখন হাসানাইন কারীমাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর মধ্যে একজন শাহজাদা বাইরে বেরিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: নিজের পিতার (কাঁধে) সওয়ার হও, ছোট ছোট চোখওয়ালা! তারপর তাঁর হাত ধরে মোবারক কাঁধে সওয়ার করালেন। এরপর অন্য শাহজাদা বাইরে বেরিয়ে এলেন, তখন তাঁকে বললেন: (স্বাগতম)! নিজের পিতার (কাঁধে) সওয়ার হও, ছোট ছোট চোখওয়ালা! তারপর তাঁর হাত ধরে তাঁকে অন্য কাঁধে সওয়ার করালেন। এরপর রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উভয় শাহজাদাকে ঘাড় থেকে ধরে তাঁদের মুখ নিজের মুখের উপর রাখলেন এবং দোয়া করলেন: اَللّٰهُمَّ اِنِّي اُحِبُّهُمَا فَاَحِبَّهُمَا وَاَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি এই দুজনকে ভালোবাসি, তুমিও এদেরকে ভালোবাসো এবং যে এদেরকে ভালোবাসে তাকেও ভালোবাসো। **(মু'জামুল কাবীর, ৩/৪৯, হাদীস: ২৬৫২)**

অদৃশ্য থেকে আলোর ব্যবস্থা

(৩৫) হযরত সাইয়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বর্ণনা: আমরা রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে এশার নামায পড়ছিলাম। যখন তিনি সিজদা করতেন, তখন ইমাম হাসান এবং ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا মোবারক পিঠে সওয়ার হয়ে যেতেন। তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন (সিজদা থেকে) মাথা উঠাতেন, তখন মোবারক হাতের মাধ্যমে দুজনকে পিছন থেকে নরমভাবে ধরে জমিনে রাখতেন। যখন আবার সিজদায় যেতেন, তখন উভয় শাহজাদা আবার তেমনই করতেন, এমনকি নামায সম্পন্ন

www.dawateislami.net

করে উভয় শাহজাদাকে নিজের উভয় জানুর উপর বসিয়ে নিলেন। আমি উঠে কাছে গেলাম আর আরজ করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি এই দুজনকে ঘরে ফিরিয়ে দিয়ে আসি। এমন সময় আসমানে বিদ্যু চমকালো তখন তিনি (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) শাহজাদাদেরকে বললেন : নিজের মায়ের কাছে চলে যাও। আসমানী বিদ্যুতের আলো বাকি রইলো এমনকি উভয় শাহজাদা নিজের মায়ের কাছে পৌঁছে গেলো।

(মুসনাদ আহমাদ, ৩/৫৯২, হাদিস : ১০৬৬৪, ১০৬৬৫)

নানা জানের সামনে কুস্তি

(৩৬) ইমাম হাসান এবং ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছে (খেলতে খেলতে) কুস্তি করছিলেন এবং তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (ইমাম হাসানের সাহায্য করতে করতে) বলছিলেন: (সাবাশ) হাসান ! ধরো হাসান ! খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমা যাহরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا আরজ করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি হাসানের সাহায্য করছেন, যেন সে আপনার কাছে হুসাইন থেকে বেশি প্রিয়? ইরশাদ করলেন: اِنَّ جِبْرِيلَ يُعِينُ الْحُسَيْنَ وَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اُعِينَ الْحَسَنَ অর্থাৎ জিবরীল আমীন হুসাইনের সাহায্য করছেন, তাই আমার পছন্দ হলো যে আমি হাসানের সাহায্য করি। **(বুগইয়াতুল বাহিস, পৃষ্ঠা ৯১০, হাদীস: ৯৯২; তারীখে দামেস্ক, ১৩/২২৩)**

হাদীসের ব্যাখ্যা

ইমাম নজমুদ্দীন গাযী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই হাদীসে এই কথার উপর দলীল রয়েছে যে, এই ধরনের (কাজকর্ম) (খেলাধুলা ইত্যাদি) তে বাচ্চাদের সাহায্য করায় কোনো (অসুবিধা) নেই।

(হুসনুত তানবীহ, ১০/২৩২)

www.dawateislami.net

যাদের ভালোবাসা আবশ্যক

(৩৭) হযরত সাইয়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত যে, যখন এই আয়াতে কারীমা নাযিল হলো: قُلۡ لَّاۤ اَسۡـَٔلُکُمۡ عَلَیۡہِ اَجۡرًا اِلَّا الۡمَوَدَّۃَ فِی الۡقُرۡبٰی অর্থাৎ তুমি বলো: আমি এই (রিসালাতের প্রচার) এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না, তবে নিকটাত্মীয়দের ভালোবাসা। **(পারা ২৫, আশ-শূরা: ২৩)** সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আরজ করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার এই নিকটাত্মীয় কারা, যাদের ভালোবাসা আমাদের উপর আবশ্যক? ইরশাদ করলেন: আলী এবং ফাতেমা এবং তাদের দুই পুত্র (অর্থাৎ হাসান ও হুসাইন) رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین

(মু'জামুল কাবীর, ৩/৪৭, হাদীস: ২৬৪১)

নানা জানের কাঁধে

(৩৮) মুসলমানদের দ্বিতীয় খলীফা হযরত সাইয়্যিদুনা ওমর ফারুক্বে আ'যম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বর্ণনা: আমি ইমাম হাসান এবং ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا কে রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উভয় মোবারক কাঁধে সওয়ার দেখেছি। তখন বললাম: نِعۡمَ الۡفَرَسُ تَحۡتَکُمَا অর্থাৎ তোমাদের দুজনের সওয়ারী কতই না সুন্দর! রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: وَنِعۡمَ الۡفَارِسَانِ هُمَا অর্থাৎ উভয় সওয়ারও কতই না সুন্দর!

(মুসনাদে বাযযার, ১/৪১৭, হাদীস: ২৯৩)

কত সুন্দর সওয়ার!

(৩৯) রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইমাম হাসান এবং ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا কে উঠিয়ে আনসারদের একটি মজলিস দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন

www.dawateislami.net

সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরজ করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! কত সুন্দর সওয়ারী! তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: وَنِعْمَ الرَّاكِبَانِ অর্থাৎ উভয় সওয়ারও খুব সুন্দর। **(মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, ৭/৫১৪, হাদীস: ২১)**

নাতির প্রতি ভালোবাসার (অদ্ভুত) ভঙ্গি

(৪০) হযরত সাইয়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বর্ণনা: আমার এই দুই কান শুনেছে এবং আমার এই দুই চোখ দেখেছে যে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বা ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে ধরে রেখেছেন। শাহজাদার দুই পা রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুই পায়ের উপর এবং তিনি বলছেন: উপরে ওঠো, ছোট ছোট চোখওয়ালা! শাহজাদা উপরে উঠলেন, যতক্ষণ না নিজের দুই পা নানা জানের মোবারক (বুকে) রাখলেন। হুযুর আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: নিজের মুখ খোলো। তারপর তাঁর চুম্বন করলেন এবং দোয়া করলেন: اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُحِبُّهُ فَاَحِبَّهُ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি একে ভালোবাসি, তুমিও একে নিজের মাহবুব (প্রিয়) বানিয়ে নাও। **(মু'জামুল কাবীর, ৩/৪৯, হাদীস: ২৬৫৩)**

হাসানাইন কারীমাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর মধ্যে কে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন?

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হাদীস থেকে স্পষ্ট যে, ছোট নাতি, শাহজাদা গুলগুঁ ক্বাবা (ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ) এর উপরও তাঁর (ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ) এর ফযীলত প্রমাণিত (আছে)। **(মাতলাউল ক্বামারাইন, পৃষ্ঠা ৭৫)**

www.dawateislami.net

এই স্থানে ইমামে আহলে সুন্নাত পাদটিকায় উদাহরণস্বরূপ যে, হাদিসগুলো উল্লেখ করেছেন তন্মধ্যে তিনটি হাদিস "আরবাঈনে হাসানী" এর ৬, ৩১, ৩২ নম্বরে মওজুদ রয়েছে। ইমামে আহলে সুন্নাত আরও বলেন: ফকীর হাদিসের দলিল দ্বারা এটাই ধারনা রাখতো এমনকি 'তায়সীর শরহে জামে সগীর' এ দেখলাম যে আল্লামা মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই অর্থের উপর স্পষ্ট ব্যাখ্যা করেছেন। **(হাশিয়া মাতলাউল কামারাইন, পৃষ্ঠা-৭৬)**

ইমামে আহলে সুন্নাত যে হাদিস আর এর অধিনে আল্লামা মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন তা নিম্নরুপ:

পাঁচজন জান্নাতী যুবক

ফরমান-ই-মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : شَبَابُ اَهْلِ الْجَنَّةِ خَمْسَةٌ: حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ وَابْنُ عُمَرَ وَسَعْدُ ابْنُ مُعَاذٍ وَاُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ অর্থাৎ জান্নাতী যুবক পাঁচজন: হাসান, হুসাইন, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, সা'দ ইবনে মুয়ায, উবাই ইবনে কা'ব।

(জামে সগীর, পৃষ্ঠা ২৯৯, হাদীস: ৪৮৫৮)

ইমাম মুহাম্মদ আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীস শরীফ প্রসঙ্গে লিখেছেন: ইমাম হাসান এবং ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا কে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ এই দুজন জান্নাতী যুবকদের সর্দার। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا কে তৃতীয় নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ ইলম ও আমলের ব্যাপারে তাঁর মর্যাদা অনেক উঁচু। আর চতুর্থ নম্বরে হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ তিনি খাযরাজ গোত্রের সর্দার ছিলেন এবং ইসলামের সাহায্যের ব্যাপারে আপনার অনেক বড় খিদমত রয়েছে। আরও বলেন: فَفَضْلُهُمْ عَلٰى هٰذَا التَّرْتِيبِ অর্থাৎ এই পাঁচজন সম্মানিত ব্যক্তির ফযীলত এই হাদীসে উল্লেখিত (ক্রম) অনুযায়ী।

(আত-তাইসীর শরহে জামে সগীর, ২/৭৪)

www.dawateislami.net

আল্লাহ করীম ইমাম হাসান এবং ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর সদকায় "আরবাঈনে হাসানী"-কে মকবুলিয়্যাত দান করুক। একে (লেখক), তাঁর পীর ও মুর্শিদ, পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, সাহায্যকারী ও বন্ধু-বান্ধব এবং পাঠকদের জন্য মাগফিরাতের কারণ বানাক।

اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

সূচিপত্র

"আরবাঈন"-এ দুরূদ শরীফ লেখার বরকত ২
খুলাফায়ে রাশেদীনের ৩০ বছর ২
পঞ্চম খলীফায়ে রাশেদ ৩
হাসানাইন কারীমাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর মধ্যে কে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন? ৫
ফয়যানে ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ৫
আমার এই পুত্র সর্দার ৫
হাদীসের ব্যাখ্যা ৬
খিলাফতের বিনিময়ে গাউসিয়্যাত দান করা হয়েছে ৭
আমার সর্দার ৭
নাতির তরবিয়ত করলেন ৮
হাদীসের ব্যাখ্যা ৮
মাহবুবে মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ৯
হাদীসের ব্যাখ্যা ১০
আমাকে যে ভালোবাসে সে হাসান কেও ভালোবাসবে ১০
প্রিয়তম সওয়ারী ১০
জান্নাতের যুবকদের সর্দারকে দেখে নাও ১১
সালামতির দোয়া ১১
শানে হাসান মুজতাবা, আমীর মুয়াবিয়ার জবানে رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا ১১
হাদীসের ব্যাখ্যা ১১
মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চুম্বনস্থল ১২

www.dawateislami.net

জরুরী ব্যাখ্যা ১২
এই দুজনকে ভালোবাসুন ১২
হাদীসের ব্যাখ্যা ১৩
শাহজাদা ও গোলামজাদার প্রতি স্নেহ ১৩
হাদীসের ব্যাখ্যা ১৪
নাতির জন্য সিজদা দীর্ঘ করলেন ১৪
হাদীসের ব্যাখ্যা ১৫
ফয়যানে ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ১৬
নাতির কান্নায় কষ্ট ১৬
নাতির সাথে খেলার মোবারক ভঙ্গি ১৬
হুসাইন আমার ১৬
হাদীসের ব্যাখ্যা ১৭
ফয়যানে হাসানাইন কারীমাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا ১৮
হাদীসের ব্যাখ্যা ১৯
শাহজাদাদের হিফাযতের জন্য দোয়ায়ে ইবরাহীমীর (ব্যবস্থা) ১৯
হাদীসের ব্যাখ্যা ২০
তাদের সাথে শত্রুতা আমার সাথে শত্রুতা ২০
হাদীসের ব্যাখ্যা ২১
উভয় শাহজাদা নানা জানের কাঁধে ২১
হাসানাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর সুঘ্রান ২২
হাদীসের ব্যাখ্যা ২২
এই দুজন আমার পুত্র ২৩
হাদীসের ব্যাখ্যা ২৩
হে আল্লাহ! এদেরকে ভালোবাসুন ২৪
হাদীসের ব্যাখ্যা ২৫
জান্নাতী যুবকদের সর্দার ২৫
হাদীসের ব্যাখ্যা ২৫
আমাকে যে ভালোবাসে সে এদেরকেও ভালোবাসবে ২৫
আমার ফুল ২৬

www.dawateislami.net

হাদীসের ব্যাখ্যা ২৬
শাহজাদাদের জন্য খুতবা থামিয়ে দিলেন ২৭
হাদীসের ব্যাখ্যা ২৭
তোমাদের শত্রুআমার শত্রু ২৮
হাদীসের ব্যাখ্যা ২৮
এরা আমার ঘরের সদস্য ২৯
হাদীসের ব্যাখ্যা ৩০
মুবাহালা কী? ৩১
এরা আমার আহলে বাইত ৩২
হাদীসের ব্যাখ্যা ৩২
আহলে বাইত দ্বারা কারা উদ্দেশ্য? ৩৩
উম্মুল মু'মিনীনকে মোবারক চাদরের নিচে কেন নিলেন না? ৩৪
মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য ৩৫
হাদীসের ব্যাখ্যা ৩৫
নাতিদের জন্য নানা জানের উত্তরাধিকার ৩৬
হাসান আমার ৩৬
হাদীসের ব্যাখ্যা ৩৬
হাসানাইন কারীমাইনের পিপাসা কীভাবে মিটলো? ৩৬
শাহজাদাদেরকে মোবারক কাঁধে সওয়ার করানোর ভঙ্গি ৩৮
অদৃশ্য থেকে আলোর ব্যবস্থা ৩৮
নানা জানের সামনে কুস্তি ৩৯
হাদীসের ব্যাখ্যা ৩৯
যাদের ভালোবাসা আবশ্যক ৪০
নানা জানের কাঁধে ৪০
কত সুন্দর সওয়ার! ৪০
নাতির প্রতি ভালোবাসার (অদ্ভুত) ভঙ্গি ৪১
হাসানাইন কারীমাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর মধ্যে কে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন? ৪১
পাঁচজন জান্নাতী যুবক ৪২

www.dawateislami.net

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়ত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❊ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন মাদানী কাফেলায় সফর এবং ❊ প্রতিদিন "পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা" করার মাধ্যমে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" إِنْ شَآءَ اللّٰه নিজের সংশোধনের জন্য নেক আমলের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "মাদানী কাফেলায়" সফর করতে হবে। إِنْ شَآءَ اللّٰه .

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net